ইউনিট
১১

নৌ বীমা (Marine Insurance)

ভূমিকা

প্রাচীন কাল থেকেই নৌ পথে ব্যবসা বাণিজ্য হয়ে আসছিল। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অধিকাংশই নৌ পথের মাধ্যমে হয়ে থাকে। কিন্তু নৌ-পথে পণ্য ও জাহাজ চলাচলের ফলে বিভিন্ন ধরনের বিপদ যেমনঃ জলচ্ছাস, জলদস্যুর আক্রমণ, নৌডুবী, নাবিকদের নদী বা সমুদ্র গর্ভে বিলিন হওয়া ইত্যাদি। তাই নৌ পথে চলাচলের সময় নৌযান, নাবিক ও পণ্য সমূহ নানাবিধ বিপদের সম্মুখিন হয়ে থাকে। এ ধরনের বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রাচীন কাল থেকে নানা চিন্তা ভাবনা ও কৌশল অবলম্বন করে আসছিল, তারই ফল বর্তমানের নৌ বীমা। নৌ বীমা উদ্ভাবনের ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত হয়। নৌ বীমার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার কৌশল হিসেবে কাজ করে।

এ ইউনিটে আছে-

- *নৌবীমার সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও কতিপয় শব্দ*
- *নৌবীমার শ্রেণী বিভাগ*
- *নৌ বীমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলী ও নৌ বিপদসমূহ এবং*
- *সামুদ্রিক ক্ষতির প্রকারভেদ ও দাবী আদায় পদ্ধতি।*

নৌ-বীমার সংজ্ঞা, তাৎপর্য ও কতিপয় শব্দ (Definition of Marine Insurance, Its Importance and Different Terms and Clauses)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নৌবীমার সংজ্ঞা জানতে পারবেন।
- নৌবীমার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নৌবীমার ব্যবহৃত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ শব্দের বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা ঃ নৌবীমা মূলতঃ সম্পত্তি বীমা। কেননা মানব জীবন ব্যতিত, জীবন জীবিকার জন্য অপরিহার্য এবং অর্থের সাহায্যে পরিমাপযোগ্য কোন সম্পত্তির ক্ষতির জন্য যে বীমা ব্যবস্থা তাকেই সম্পত্তি বীমা বলে। সম্পত্তি বীমা দু'ধরনের। যথা-

১. নৌ বীমা এবং

২. অগ্নিবীমা।

অধ্যাপক এম.এন. মিশ্রা নৌ বীমা সম্পর্কে বলেন, "নৌ বীমা চুক্তি বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার মধ্যে সম্পাদিত এমন এক প্রকার চুক্তি যেখানে সমুদ্রগামী জাহাজ এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্বার্থের কোন ক্ষতির বিপক্ষে বীমাকারী চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতি পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করে।"

পরিশেষে বলা যায় যে, সমুদ্র পথে চলাচলরত টাকায় পরিমাপযোগ্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদজনিত ঝুঁকির বিপরীতে বীমা গ্রহীতা কর্তৃক নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ক্ষতি পূরণের যে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে নৌ বীমা বলা হয়। নৌ বীমা প্রধানতঃ সামুদ্রিক বিপদ জনিত ক্ষতির জন্য নির্ধারিত হলেও সমুদ্র পথে পরিবহনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথ পর্যন্ত পৌঁছানোর জন্য অভ্যন্তরিন নৌ পথ বা স্থল পথে পণ্য-দ্রব্য পরিবহন করলে তাও সেই নৌ বীমার আওতাভুক্ত হয়ে থাকে।

নৌবীমার তাৎপর্য (Importance of Marine Insurance) ঃ নৌবীমার গুরুত্ব ও তাৎপর্য নিম্নে বর্ণনা করা হলো–

১. নৌ বিপদ সমূহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ঃ সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের ফলে যেকোন ধরনের বিপদের ফলে জাহাজ মালিক, পণ্য মালিক এবং বীমাকারী প্রতিষ্ঠান সকলেই আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নৌবীমা এ ধরনের বিপদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। ফলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ নিজেদেরকে আর্থিক ক্ষতি থেকে নিরাপদ মনে করে ও নিশ্চিন্তে সকল ব্যবসায়িক কার্যাদী অবিরামভাবে চালিয়ে যেতে থাকে।

২. আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঃ নৌ বীমার প্রচলনের ফলে আমদানী-রপ্তানীর ক্ষেত্র ব্যাপক ভাবে প্রসার লাভ করেছে। এখন আমদানীকারক ও রপ্তানীকারক উভয়েই নিশ্চিন্তে স্বল্প খরচে সমুদ্র পথে মালামাল আনা নেয়া করছে। এখন আর সামুদ্রিক বিপদ বৈদেশিক বাণিজ্যে বাধার করেন হয়ে দাড়াতে পারে না। তাই সমুদ্রপথে আমদানী রপ্তানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ নৌবীমার ফলে ব্যবসায়ীগণ নিশ্চিন্তে ব্যবসায়িক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রপথে কোন বিপদ বা ক্ষতি হলেও নৌ বীমা আর্থিক ক্ষতি পূরণ দিচ্ছে বলে ব্যবসায়ীগণ নিশ্চিন্তে ও বাধহীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ফলে তাদের দক্ষতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন ঃ অন্যান্য বীমার ন্যায় নৌ বীমার মাধ্যমে বীমাকোম্পানীগণ তাদের গ্রাহকদের থেকে প্রিমিয়ামের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে থাকে যা তারা বিভিন্ন লাভজনক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করছে। ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠনে নৌবীমা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৫. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ঃ নৌবীমা প্রত্যক্ষ ও পরক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে যাচ্ছে। একাধারে যেমন নৌ বীমার নিজস্ব ব্যবসা বৃদ্ধির ফলে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে, তেমনি তাদের সংগৃহীত অর্থ মূলধন আকারে বিনিয়োগের মাধ্যমে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠার মধ্য দিয়ে নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

৬. অদৃশ্যমান রপ্তানী আয়ের সুযোগ সৃষ্টি ঃ নৌবীমার প্রচলনের ফলে ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষ করে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হচ্ছে। ফলে জাহাজ থেকে ভাড়া পাওয়া যায় যেটা অদৃশ্যমান আয় হিসেবে পরিগণিত। আর নৌবীমার ফলে অবাধে সমুদ্র পথে পণ্য চলাচল করার ফলে এ ধরনের আয় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. লেনদেনের ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়তা দান ঃ নৌ বীমার ফলে জাহাজের মাধ্যমে প্রচুর পণ্য আমদানী করে, আর তার ফলে জাহাজ ভাড়া বাবদ অদৃশ্য খাতে আয় হয়। পাশা পাশি নিরাপত্তার যার ফলে নিশ্চিন্তে অধিক পরিমাণ পণ্য রপ্তানীতে উৎসাহী বোধ করে। এর ফলে লেনদেনের ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়ক হিসেবে নৌ বীমা কাজ করে থাকে।

৮. সামুদ্রিক ক্ষতি সর্বনিম্নকরণ ঃ যেহেতু সমুদ্রে কোন বিপদের কারণে ক্ষতি হলে বীমাকারী প্রতিষ্ঠান ক্ষতি পূরণ দেয়। এই ক্ষতি যাতে সর্বনিম্ন হয় সেজন্য বীমাকারী কোম্পানী নিজেরাই সজাগ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এতে সামুদ্রিক ক্ষতির পরিমাণ সর্বনিম্ন হয়।

নৌ বীমায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ (Different Terms and Clauses Relating to Marine Insurance)

নৌবীমা কোম্পানীগুলো যে কোন ছক ব্যবহার করার অধিকার সংরক্ষণ করে থাকলেও অধিকাংশ কোম্পানীগুলো মোটামুটি একই ধরনের ছক ব্যবহার করে থাকে যা তিন শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কোর্টের রায় ও সিদ্ধান্ত দ্বারা এ বীমাপত্রের নমুনা তথা শব্দ মালা ও ধারা সমূহ প্রতিষ্ঠিত। এ বীমাপত্রের নমুনাটি ১৯২৩ সালে ইংল্যান্ডে প্রথম ব্যবহৃত হয়। অতপর, ১৭৭৬ সালে লন্ডনের লয়েড্স্ সমিতি এটি গ্রহণ করত ব্যবহার করে। ১৯০৬ সালের ইংরেজ নৌবীমা আইনে এটিকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। তবে কালের বিবর্তনে ও প্রয়োজনে অনেক ধারা সংযোজন ও বিয়োজন করা হয়। সব নৌবীমা পত্রেই নৌবীমার যাবতীয় শর্তাবলী/ শব্দাবলী থাকতে হবে। একটি নৌবীমাপত্রে অবশ্য নিম্নলিখিত বিষয়াবলী থাকতে হবে ঃ

১. বীমা গ্রহীতার নাম;

২. বীমাকৃত বিষয়বস্তু এবং বীমাকৃত ঝুঁকির উল্লেখ;

৩. সমুদ্র যাত্রা, অভিযাত্রা অথবা উভয়ের উল্লেখ;

৪. বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ; এবং

৫. বীমাকারী বা বীমাকারীগণের নাম।

এ ছাড়া একটি আদর্শ নৌ বীমাপত্রে যে সকল শব্দ ও ধারা উল্লেখ থাকে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো-

১. বীমাপত্রের প্রাথমিক শব্দাবলী ঃ এটা যদিও বাণিজ্যিক বা অর্থনৈতিক কোন তাৎপর্য বহন করে না, তবে এগুলো শুভ কামনায় প্রার্থনা স্বরূপ লিখা হয়। যেমন- "ইহা জ্ঞাত হউক যে---।" অথবা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তার নামে শুরু করছি; আমিন।

২. বীমাকৃত ব্যক্তি বা বীমা গ্রহীতার নাম ঃ প্রারম্ভিক শব্দাবলীর নিচেই শূন্য স্থানে বীমা গ্রহীতা অথবা তার প্রতিনিধির নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। যদি নাম না থাকে তবে তা বীমা পত্র হিসেবে গৃহীত হবে না।

৩. স্বত্বার্পণ বা স্বত্ব নিয়োগ ধারা ঃ এ ধারার অর্থ হলো বীমা একটি হস্তান্তরের অধিকার। যতবার খুশী ততবার নৌ বীমাপত্র হস্তান্তর করা যায়। শুধুমাত্র বীমাপত্রের পৃষ্ঠদেশে স্বাক্ষর করে অথবা স্বাক্ষর না করেও ইহা অবাধে হস্তান্ত রযোগ্য। হস্তান্তরের সময় বীমার বিষয় বস্তুতে বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয়।

৪. হারান বা না হারান ঃ নৌবীমা বিবিধ সুবিধা দিয়ে থাকে। হারান বা না হারান ও এমন একটি সুবিধা। এর অর্থ হলো বীমা করার সময় বীমার বিষয়বস্তু হারান বা না হারানর উপর বীমা করার সুযোগ প্রদান করে থাকে। তবে যদি বীমা গ্রহীতা নিশ্চিত ভাবে বীমার বিষয় বস্তু হারানর বিষয়ে জানার পরও বীমাপত্র গ্রহণ করে তবে তা বেআইনী হবে। পক্ষান্তরে বীমাকারীও যদি বীমার বিষয়বস্তুর অবস্থান নিশ্চিত ভাবে জেনেও বীমা গ্রহণ করে তাও বেআইনী হবে। শুধুমাত্র উভয় পক্ষই বীমার বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে না জানলে এ ধরনের বীমা চুক্তি বৈধ হবে।

৫. সমুদ্র যাত্রার বিবরণ ঃ এ ধারাতে দুটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। যথা- At and from the port. এর অর্থ হলো সমুদ্র যাত্রার শুরুর বন্দরে অবস্থান এবং সমুদ্র যাত্রা শুরু থেকে বীমার দায় গ্রহণ করা হলো। আর যদি from the port লিখা থাকে তবে বীমার বিষয়বস্তু বন্দরে অবস্থান কালে দায় গ্রহণ করা হলোনা শুধু যাত্রা শুরু হওয়া থেকে বীমার দায় গ্রহণ করা হলো।

একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয় দুটি বুঝান হলো। ধরুন 'X' নামক একটি জাহাজ বন্দরে অবস্থান কালেই ক্ষতিগ্রস্ত হলো। এ ক্ষেত্রে যদি from the port চুক্তিতে উল্লেখ থাকে তবে কোন ক্ষতি পূরণ পাবে না। আর যদি At and from the port শব্দ লিখা থাকে তাহলেই মাত্র বীমাকারী কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দেবে।

৬. জাহাজ বা বাণিজ্য তরীর নাম ঃ বীমাপত্রে জাহাজের নাম উল্লেখ করার কোন বাধ্য বাধ্যকতা নেই। তবে নাম উল্লেখ থাকলে নির্দিষ্ট স্থানে জাহাজের নাম উল্লেখ করতে হবে। যদি নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ থাকে তবে বীমা গ্রহীতা যে কোন জাহাজের জন্য পরিবহনের দাবী করতে পারে না। আর নাম উল্লেখ থাকলে শুধুমাত্র নির্দিষ্ট জাহাজেই মাল বহন করতে হবে। তবে জরুরী অবস্থা মনে হলে জাহাজ পরিবর্তন করার বিধান আছে।

৭. কাপ্তান বা অধ্যক্ষের নামঃ এ ধারায় কাপ্তানের নাম উল্লেখ করা হয় যে জাহাজ পরিচালনা করবে। পূর্বে এর প্রয়োজনীয়তা বেশী ছিল। বর্তমানে উন্নত জাহাজ ও কলাকৌশলের উদ্ভাবনে এর প্রয়োজনীয়তা কমে এসেছে।

৮. ঝুঁকির আরম্ভ ও পরিসমাপ্তিঃ এ ধারায় ঝুঁকি কখন থেকে শুরু করে কখন শেষ হবে তা উল্লেখ থাকে। At and from the port শব্দগুলো লিখা থাকলে পণ্য যাত্রার বন্দর থেকে শুরু করে পণ্য পৌছা পর্যন্ত ঝুঁকি গ্রহণের আওতায় পড়ে। সাধারণত পণ্য বন্দরে পৌছার ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত ঝুঁকি গ্রহণ করে। আবার কখনও পণ্য পৌছার ৩০ দিন পর্যন্ত ঝুঁকির আওতায় থাকে। এক্ষেত্রে ২৪ ঘন্টা পার হবার পর ৩০ দিন মঞ্জুর হয়।

৯. ঘাটে ভিড়ান ও অবস্থানঃ এ ধারায় কোন্ ঘাটে বা বন্দরে জাহাজ ভিড়াতে ও অবস্থান করতে পারবে তার উল্লেখ থাকতে হবে। তবে জরুরী প্রয়োজনে যে কোন বন্দরে থামতে ও অবস্থান করতে পারে। তবে সাধারণভাবে উল্লিখিত বন্দর ছাড়া এবং নির্দিষ্ট সসময় ব্যতিত অবস্থান করতে পারে না।

১০. গতিচ্যুতি ঃ বীমা পত্রে নির্ধারিত যাত্রা পথ থেকে ভিন্ন পথে চললেই তাকে গতিচ্যুতি বলে। সাধারণভাবে গতিচ্যুতি করা যায় না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে গতি চ্যুতি বেআইনী নয়। যেমন-

১. জাহাজ মালিক বা কাপ্তানের ক্ষমতার বাইরে কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে বীমাচুক্তি বাতিলকৃত হবে না। উদাহরণ স্বরূপ ঝড়, শত্রুতা, জল দশ্যুতা, নাবিকদের অসহযোগিতা ইত্যাদি।

২. জাহাজ চলাচলযোগ্য করার জন্য গতিচ্যুতি।

৩. জাহাজ মেরামতের জন্য গতি চ্যুতি।

৪. মানুষের জীবন রক্ষার জন্য;

৫. জরুরী কোন ঔষধ বা চিকিৎসার জন্য ইত্যাদি।

১১. যাত্রার পরিবর্তনঃ নৌবীমাপত্রে বীমাকৃত জাহাজের গন্তব্য বন্দর এবং নির্দিষ্ট বন্দরে পৌছার পথ সংক্রান্ত বর্ণনা থাকে; আর থাকে এতদসংক্রান্ত ঝুঁকির বর্ণনা। যদি জাহাজ নির্দিষ্ট পথ পরিবর্তন করে ইচ্ছাকৃত ভিন্ন পথে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তাকে যাত্রাপথ পরিবর্তন বলা হয়। যদি ইচ্ছাকৃত এ ধরনের যাত্রার পরিবর্তন করে তবে বীমা কোম্পানী বীমা দায় থেকে মুক্তি পায় অর্থাৎ বীমার দায় পরিশোধ করতে হয় না।

১২. যাত্রা পরিত্যাগঃ কোনরূপ কারণ ব্যতিত যে বন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে গন্তব্য বন্দরে না পৌছে পুনঃ সে বন্দরে ফিরে আসে তাকে যাত্রা পরিত্যাগ বলে। এরূপক্ষেত্রে বীমাকারী তার বীমার দায় থেকে অব্যাহতি পায়।

১৩. বিলম্বঃ বীমাপত্র গ্রহণ করার পর জাহাজ যুক্তিযুক্ত সময়ে যাত্রা শুরু করে যথা সময়ে গন্তব্যে পৌছান বিধেয়। অযথা বিলম্বের কারণে জাহাজ অনেক ধরনের সামুদ্রিক বিপদ যেমন ঝড়, তুষারপাত, টাইফুন ইত্যাদির সম্মুখিন হতে পারে। আবার অযথা বিলম্বের ফলে ঝুঁকি হ্রাস পেলেও তা ন্যায় সঙ্গত হবে না। যদি অযথা বিলম্ব করা হয় এবং এজন্য কোন ক্ষতি হয়ে যায় তার জন্য বীমাকারী দায় গ্রহণ করবে না।

শুধুমাত্র যাত্রা শুরু করে গন্তব্যে পৌছানই যথেষ্ট নয়। অযথা যাত্রা পথে সময় ব্যয় না করে যুক্তি যুক্ত সময়ে গন্তব্য বন্দরে পৌছে সময়মত মাল খালাস করার মাধ্যমে যাত্রার পরি সমাপ্তি ঘটাতে হবে। এর কোনটাতেই অযথা দেবীর ফলে কোন ক্ষতি হলে বীমাকারী তা বহন করবে না।

১৪. ব্যয় দাবী ও শ্রমধারা ঃ পণ্য দ্রব্য ও জাহাজ বীমাকৃত হওয়া সত্বেও বীমা গ্রহীতা বা তার প্রতিনিধির বীমাকৃত বিষয়বস্তু নিজের সম্পদের মত রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজত করা স্বাভাবিক নিয়ম। এ ধরনের কোন ন্যায় সঙ্গত ব্যয় ভার

বীমাকারী বহন করতে বাধ্য থাকেন, যেমন– বিশেষ পরিস্থিতিতে পণ্য সামগ্রী নামানো, জাহাজ মেরামত, গুদামজাতকরণ ইত্যাদি ব্যয়। তবে নিম্নবর্ণিত শর্ত যুক্ত থাকে।

১. বীমাকারীর পক্ষে ক্ষতি এড়ান বা কমানোর জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা গ্রহণ;

২. বীমাকৃত বিপদ সংঘটনে ক্ষতি হতে থাকলে তা এড়ান বা কমানোর তাৎক্ষণিক প্রচেষ্টা গ্রহণ;

৩. এ ধরনের প্রচেষ্টা যেন সাধারণ জ্ঞান বৃদ্ধি সম্পন্ন যুক্তিযুক্ত এবং ন্যায় সঙ্গত হয়।

১৫. বীমাকৃত বিষয়বস্তু ও তার মূল্যায়ন ঃ এ ধারায় বীমাকৃত বিষয়ের মূল্যের উল্লেখ থাকে। মূল্যায়িত বীমা পত্রে বীমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য উল্লেখ করা থাকে বিধায় একে বীমাকৃত মূল্য বলা হয়। এটাই ক্ষতি পূরণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বীমাগ্রহীতা ও বীমাকারী উভয়ের সম্মতিক্রমেই বিষয়বস্তুর বীমাকৃত মুল্য নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তুর বীমাযোগ্য মূল্য নিম্নে বর্ণিত পন্থায় নির্ণয় করা হয়ঃ –

ক. জাহাজী বীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি গ্রহণ কালে জাহাজের মূল্য এবং তার সাথে জাহাজের সাজ-সরঞ্জাম, মজুদ খাবার, কর্মচারীদের প্রদত্ত অগ্রীম বেতন ইত্যাদিসহ বীমা খরচ যুক্ত করে বীমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

খ. পণ্য বীমার ক্ষেত্রে পণ্যের মূল্যসহ জাহাজ ও বীমা সংক্রান্ত ব্যায় যোগ করে বীমাকৃত মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

গ. মাসুল বীমার ক্ষেত্রে জাহাজ ভাড়ার সাথে বীমা খরচযুক্ত করে মূল্য নির্ধারণ করা হয়।

ঘ. অন্য কোন বিষয়বস্তুর বেলায় বিষয়বস্তুর মূল্যের সাথে বীমা খরচ যুক্ত হয়ে বীমাকৃত মূল্য নির্ধারিত হয়।

১৬. পরিহার ধারাঃ এ ধারাটি "দাবী ও শ্রম" ধারার সম্পূরক ধারা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ ধারা মোতাবেক বীমাকৃত বিষয়বস্তু তথা পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা অথবা ক্ষতি এড়ান এবং কমানোর জন্যে পারস্পরিক ভাবে নিয়োজিত করার সুযোগ রাখা হয় যার ফলে উভয় পক্ষের কোন অধিকার ক্ষুণ্ন না হয়।

১৭. বীমাকৃত সামুদ্রিক বিপদসমূহ ঃ এ ধারায় সামুদ্রিক বিপদ সমূহের কোন্ কোন্টি বীমাকৃত করা হলো তার উল্লেখ থাকে। শুধুমাত্র বীমাকৃত ঝুঁকির কারণে ক্ষতি হলেই মাত্র বীমা দায় পরিশোধ করা হয়।

১৮. সামুদ্রিক বিপদ ঃ বিপদগুলোর মধ্যে রণতরী, অগ্নিকাণ্ড, শত্রু, জলদস্যু, চুরি, ডাকাতি, ঝড়-ঝাপ্টা, আতর্কিতে অবরোধ, সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার, আটক, সকল প্রকার বিলম্ব, সমুদ্রে পণ্য নিক্ষেপ, কাপ্তান, নাবিক, বিভিন্ন দেশীয় যুবরাজ বা জনগণ কর্তৃক জাহাজ মালিককে প্রতারণা ও অন্যান্য সামুদ্রিক বিপদ উল্লেখযোগ্য।

১৯. প্রতিদান ও সেলামী ধারাঃ প্রতিটি চুক্তির প্রতিদান অন্যতম উপাদান। আর বীমার বেলায়ও তা সমান ভাবে প্রযোজ্য। বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার প্রিমিয়াম প্রদান হলো প্রতিদান। এ প্রতিদানের বিনিময়ে বীমাকারী বীমাগ্রহীতার নির্দিষ্ট ঝুঁকি বহন করতে সম্মত হয়। বীমাপত্রে এই প্রিমিয়াম বা কিস্তি ও তার প্রাপ্তি স্বীকার উল্লেখ থাকে।

২০. স্মারকলিপি ধারাঃ এ ধারাটি বীমাপত্রের পাদদেশে বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসেবে সন্নিবেশিত থাকে। এ ধারাতে বীমাগ্রহীতার অনেক ছোট ছোট দাবী থেকে রেহাই দেবার সুযোগ রাখা হয়। এ ধারাটি ১৭৪৯ সালে প্রচলিত হয়েছে। নিম্নে এ ধারার বর্ণিত বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হলো–

ক. শস্য, মাছ, ফল এবং বীজের আংশিক ক্ষতির জন্য বীমাকারী দায়বদ্ধ হবে না।

খ. চিনি, তামাক, তন্তু, চমড়া ইত্যাদির ৫% কম আংশিক ক্ষতির জন্য বীমাকারী দায়বদ্ধ থাকবে না।

গ. জাহাজ ও ভাড়াসহ অন্যান্য পণ্যের ৩% কম আংশিক ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ দানে দায়বদ্ধ হবেন না।

তবে নিম্ন দুটি ক্ষেত্রে অব্যাহতি পাবে না-

ক. আংশিক ক্ষতি যদি সাধারণ আংশিক ক্ষতি হয়ে থাকে এবং

খ. জাহাজ যদি কোন চড়ায় বেঁধে অথবা অন্য ভাবে আটকা পড়ে যায় এবং সে অবস্থায় পরিত্যাক্ত হয়।

২১. পণ্যাগার থেকে পণ্যাগার ধারাঃ এ ধারাটি সমুদ্র যাত্রার সাথে সম্পৃক্ত স্থল ভাগে বিদ্যমান ঝুঁকির সাথে প্রযোজ্য। বীমাপত্রে উল্লিখিত স্থলভাগ থেকে প্রাপকের নিকট বা গন্তব্য বন্দরের গুদামে পণ্য পৌছান পর্যন্ত স্থল ঝুঁকি এ ধরনের আওতা ভুক্ত। গন্তব্য বন্দরের পণ্যাগারে বীমাকৃত পণ্য সামগ্রী পৌছে গেলে অথবা জাহাজ থেকে পণ্য খালাসের ১৫

দিন বন্দর থেকে অনেক দূরবর্তী স্থানে পণ্য পৌছার প্রশ্ন হলে বন্দরে পৌছার ৩০ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে এ ধারার কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায়।

২২. যুদ্ধ বিগ্রহের ধারাঃ সমুদ্র যাত্রার পথিমধ্যের দেশসমূহ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লে বাণিজ্য-জাহাজ চলাচল পথ বিপদাপন্ন ও অতিমাত্রায় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তাই সমুদ্রযাত্রাও বিপদ সংকুল ও অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয় বলে বীমা প্রিমিয়াম বেশী প্রয়োজন হয়। এ সময়ে সমুদ্র যাত্রার জন্য বীমাকারীর নিকট থেকে অনুমতি নিতে হয় নতুবা কোন যুদ্ধজনিত বিপদ বা দূর্ঘটনার জন্য বীমাকারী কোন দায় বহন করবে না।

২৩. ব্যর্থতার ধারাঃ অনেক সময় তৃতীয় পক্ষের কারণে সমুদ্র যাত্রা বন্ধ হয়ে যায়, যার ফলে বীমা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্ত হন। এ ধরনের ক্ষতি বীমাকারী বহন করে থাকে। যেমন, বিশ্বযুদ্ধের সময় বৃটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলো শত্রুদেশ বা যুদ্ধ লিপ্ত পক্ষের কারণে সমুদ্র যাত্রায় ব্যর্থ হয় এবং পণ্য দ্রব্য খালাস করে বিক্রি করে দিতে হয়। ফলে ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এমতাবস্থায়, দায় গ্রাহকগণ বিক্রয়কৃত অর্থ বাদ দিয়ে বীমা গ্রহীতাদের যা ক্ষতি হয় তা পূরণ করে দেয়।

২৪. জাহাজ ও পণ্য বন্ধকীতে ঋণ গ্রহণ ঃ পথিমধ্যে জাহাজের কলকব্জা বিকল হয়ে গেলে তা মেরামত এবং প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের জন্য কাপ্তান জাহাজ বা পণ্য বন্ধক দিয়ে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এ ধরনের ঋণ গ্রহণ করা হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণ দাতার জাহাজ ও বন্ধক প্রদত্ত পণ্যের উপর অধিকার থাকে।

২৫. মেয়াদ বৃদ্ধি ঃ বিভিন্ন কারণে অনেক সময় জাহাজ গন্তব্য বন্দরে পৌছাবার আগেই বীমার মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে কিস্তির মাধ্যমে বীমার মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়। সময় ভিত্তিক অর্থাৎ মেয়াদী বীমার ক্ষেত্রে এ ধরনের ধারার প্রয়োগ বেশী হয়।

২৬. সংযোজিত কতিপয় বিশেষ ধারাঃ প্রয়োজনের তাগিতে আদর্শ বীমাপত্রের সাথে নতুন নতুন কিছু ধারা সংযোজিত হয়েছে। এ সকল ধারাসমূহ বীমা চুক্তির শর্ত, সীমা ও ঝুঁকিকে প্রসারিত করে এবং আধুনিক ব্যবসা বাণিজ্যে গতিশীলতা অনায়ন করে।

এ সকল ধারা সমূহ সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান "The Institute or London Under Writerss" ধারাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা-

১. সময় ধারা

২. পণ্য ধারা

৩. মাসুল ধারা

উক্ত ধারা সমূহ যথাক্রমে জাহাজ, পণ্য ও ভাড়া সংক্রান্ত স্বার্থ রক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় ধারা সমূহের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কিছু ধারা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

ক. আংশিক ক্ষতির দায়মুক্তি ঃ সাধারণতঃ লবণ, চাল, মাছ ইত্যাদি পচনশীল দ্রব্যাদির আংশিক ক্ষতি সংঘটিত হলে বীমাকারী তা পূরণ করতে দায়বদ্ধ থাকে না এটা এ ধারায় উল্লেখ থাকে।

খ. আংশিক ক্ষতির দায়যুক্ত ধারা ঃ এ ধারাটি পূর্বের ধারাটির বিপরীত। এ ধারাতে যে সকল ক্ষেত্রে আংশিক ক্ষতি সংঘটিত হলে বীমাকারী তা পূরণ করে দিতে বাধ্য সে সম্পর্কে এ ধারায় উল্লেখ থাকে।

গ. বৈদেশিক সাধারণ গড় বা আংশিক ক্ষতির ধারাঃ এ ধারায় সমাপ্ত যাত্রার ক্ষেত্রে গন্তব্য বন্দরের প্রচালিত আইন অনুসারে এবং অসমাপ্ত যাত্রার বেলায় অন্তর্বর্তী বন্দরের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সাধারণ আংশিক ক্ষতির মিমাংসা করতে হবে মর্মে এ ধারায় লিপিবদ্ধ থাকে। কারণ হলো বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আইন হওয়াই স্বাভাবিক।

ঘ. সকল ঝুঁকির দায়মুক্ত ধারাঃ এ ধারা অনুযায়ী বীমাকারী সকল প্রকার নৌ-বিপদজনিত ঝুঁকি গ্রহণ করেন এবং ক্ষতি হলে ক্ষতিপূরণ দেবার অঙ্গীকার করেন।

ঙ. আটক ও অবরোধ ঝুঁকি মুক্তি দায়ঃ অনেক সময় যুদ্ধ, দাঙ্গার কারণে জাহাজ আটককৃত বা অবরুদ্ধ হতে পারে। বীমাপত্রে এ ধারাটি থাকলে এ ধরনের ক্ষতির জন্য বীমাকারী দায়বদ্ধ থাকে না। তাই এ সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধ ঝুঁকি বীমাপত্র গ্রহণ করতে হয় অথবা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে এ ধরনের ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়।

চ. সকল ঝুঁকির দায় মুক্ত ধারাঃ এ ধারা উল্লেখ থাকলে যে কোন ধরনের সাধারণ বা বিশেষ আংশিক ক্ষতির জন্য কোন দায় বীমাকারী গ্রহণ করবে না। শুধুমাত্র সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রেই বীমাকারী দায়বদ্ধ থাকে।

ছ. সংঘর্ষ ধারাঃ অনেক সময় এক জাহাজের সাথে অন্য জাহাজের সংঘর্ষ বাধতে পারে এবং সংঘর্ষের জন্য দায়ী জাহাজের বিরুদ্ধে মামলা করার প্রয়োজন হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ ধারার উল্লেখ থাকলে বীমাকারী এ ধরনের খরচের ৭৫% বহনের জন্য দায় বদ্ধ থাকে। তবে এ ধরনের ধারা শুধুমাত্র জাহাজী বীমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে থাকে।

পাঠ-সংক্ষেপ

নৌবীমা মূলতঃ সম্পত্তি বীমা। সমুদ্র পথে চলাচল কালে টাকায় পরিমাপযোগ্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি ও বিপদজনিত ঝুঁকির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে নৌবীমা বলে।

নৌবীমা প্রধানতঃ সামুদ্রিক বিপদ জনিত ক্ষতির জন্য নির্ধারিত সমুদ্র পথে পরিবহনের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথ পর্যন্ত পৌছানর জন্য অভ্যন্তরীণ নৌপথ বা স্থল পথে পণ্য দ্রব্য পরিবহন করলে তাও নৌবীমার আওতাভুক্ত হয়ে থাকে।

নৌবীমার গুরুত্ব ও তাৎপর্য হলো নৌ বিপদ সমূহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা, আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ, ব্যবসায়িক দক্ষতা বৃদ্ধি, সঞ্চয় সংগ্রহ ও মূলধন গঠন, কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অদৃশ্যমান রপ্তানী আয়ের সুযোগ বৃদ্ধি, সামুদ্রিক ক্ষতি সর্বনিম্ন করণ প্রভৃতি।

নৌ বীমায় ব্যবহৃত কতিপয় শব্দ ও ধারা হলোঃ বীমাকারীর নাম, বীমাকৃত বিষয়বস্তু ও বীমাকৃত ঝুঁকির উল্লেখ, সমুদ্র যাত্রা বা অভিযাত্রা বা উভয়েরই উল্লেখ, বীমাকৃত অর্থের পরিমাণ, বীমাকারী বা বীমাকারীগণের নাম, বীমাপত্রের প্রাথমিক শব্দাবলী, স্বত্ব নিয়োগ ধারা, হারান বা না হারান, সমুদ্র যাত্রার বিবরণ, জাহাজের নাম, কাপ্তানের নাম, ঝুঁকির আরম্ভ ও পরিসমাপ্তি, ঘাটে ভিড়ান ও অবস্থান, যাত্রার পরিবর্তন, যাত্রা পরিত্যাগ, ব্যয়দাবী ও শ্রমধারা, পরিহার ধারা, প্রতিদান ধারা, স্মারকলিপি ধারা, পণ্যগার থেকে পণ্যাগার ধারা, যুদ্ধ বিগ্রহের ধারা, ব্যর্থতার ধারা, জাহাজ বা পণ্য বন্ধকীতে ঋণ গ্রহন ধারা মেয়াদ বৃদ্ধি ধারাসহ সময়, পণ্য ও মাসুল ধারা উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. সম্পত্তি বীমা কত প্রকার?
ক. ১ প্রকার খ. ২ প্রকার গ. ৩ প্রকার ঘ. ৪ প্রকার

২. ইংরেজী নৌবীমা আইন পাশ হয় কত সালে?
ক. ১৭৫৭ সালে খ. ১৮৮৫ সালে গ. ১৯০৬ সালে ঘ. ১৯৪৭ সালে

৩. নৌ বীমার ক্ষেত্রে চিনির কত ভাগ ক্ষতির কম হলে বীমাকারী দায় বহন করবে না?
ক. ৫% খ. ১০% গ. ৭% ঘ. ১৫%

৪. জাহাজ ও ভাড়াসহ অন্যান্য পণ্যের কত ভাগের কম হলে আংশিক ক্ষতির জন্য বীমাকারী দায়বদ্ধ থাকে না?
ক. ২% খ. ৩% গ. ৭% ঘ. ৮%

৫. স্মারকলিপি ধারাটি কত সালে প্রবর্তিত হয়?
ক. ১৭০০ সালে খ. ১৭৫০ সালে গ. ১৭৪৯ সালে ঘ. ১৯০৫ সালে

৬. সংঘর্ষ ধারায় বীমাকারী খরচের কত ভাগ বহন করে?
ক. ৬০% খ. ৭০% গ. ৮০% ঘ. ৭৫%

৭. সকল ঝুঁকির দায়মুক্তির অর্থ হলো বীমাকারী–
ক. সকল প্রকার আংশিক ক্ষতি বহন করবে
খ. সকল প্রকার নৌবিপদজনিত ঝুঁকি বহন করবে
গ. কোন আংশিক ক্ষতির জন্য দায় বহন করে না
ঘ. কোনটিই নয়।

নৌবীমার শ্রেণী বিভাগ
(Classification of Marine Insurance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- নৌবীমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।
- নৌবীমাপত্রের শ্রেণীবিভাগ ব্যাখ্যা কতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

নৌ বীমার শ্রেণী বিভাগ ঃ নৌবীমাকে প্রধানত নিম্নলিখিত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. জাহাজী বীমাঃ সওদাগরী জাহাজ বা বাণিজ্য জাহাজ এবং তার সাথে সংযুক্ত উপকরণাদির সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা গ্রহণ করা হয় তাকেই জাহাজী বীমা বলা হয়।

২. পণ্য বীমাঃ বাণিজ্যিক জাহাজে বহনকৃত পণ্য দ্রব্যের ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমা গ্রহণ করা হয় তাকেই পণ্য বীমা বলে।

৩. মাসুল বীমাঃ সামুদ্রিক বিপদে নিপতি জাহাজে বহনকৃত পণ্য সামগ্রীর ক্ষতি হলে বা জাহাজ রক্ষার্থে পণ্য সমুদ্রে ফেলে দিলে তার মাসুল পাওয়া যায় না। এ মাসুল ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমাগ্রহণ করা হয় তাকে মাসুল বীমা বলে।

৪. দায় বীমাঃ নৌ বীমার ক্ষেত্রে কতকগুলো বিশেষ ধরনের ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমা করা হয় তাকে দায় বীমা বলে। সমুদ্রে যাত্রা কালে অনিচ্ছাকৃত ভাবেই কিছুই নিয়মকানুন অমান্য করতে বাধ্য হতে হয়। এর ফলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে। এ ধরনের ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমা করা হয় তাকে দায় বীমা বলে। এছাড়াও সংঘর্ষ, ডুবে যাওয়া ইত্যাদি সংঘটিত হতে পারে এ ধরনের ক্ষতির বিরুদ্ধেও দায় বীমা করা যায়।

নৌবীমা পত্রের শ্রেণী বিভাগ ঃ নৌ বীমাপত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। ১৭৭১ সাল থেকে লন্ডনের (Corporation of Lioyd's) নামক বীমাকারী সংঘ বিভিন্ন প্রকার নৌ বীমা প্রবর্তন করে আসছে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার নৌ বীমা পত্রের বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১. সমুদ্রে যাত্রাভিত্তিক বীমাপত্রঃ এ ধরনের বীমাপত্রে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরে অথবা একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নির্দিষ্ট পথের উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে জাহাজের প্রস্থান ও গন্তব্য বন্দরের সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকে যার মধ্যে সাধারণভাবে ঝুঁকিসমূহ গ্রহণ করা হয়। নির্দিষ্ট যাত্রা পথে জাহাজ বা পণ্যের ক্ষতি হলে বীমাকারী তা বহন করতে দায়বদ্ধ। ধরুন মোংলা বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে জেদ্দা যাবে। এ পথ চলার সময় পণ্য বা জাহাজের ক্ষতি হলে তার জন্য বীমাকারী দায় পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতি বদ্ধ।

২. সময় ভিত্তিক বীমাপত্রঃ এ ধরনের নৌ বীমাপত্র একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য গ্রহণ করা হয়। যেমন ১লা জানুয়ারী সকাল ৬টা থেকে ৩০ শে জুন সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত বীমাপত্র গ্রহণ করা হলো। এ সময়ের মধ্যে বীমাকৃত বিষয়ের ক্ষতি হলে বীমাকারী নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু চুক্তিতে নির্দিষ্ট সময়ের পর কোন ক্ষতি সাধিত হলে আর বীমাদাবী গ্রহণ যোগ্য হবে না। এ ধরনের বীমা জাহাজ বীমার জন্য বেশী উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।

৩. মিশ্র বীমাপত্র ঃ যে নৌবীমা পত্রে একটি নির্দিষ্ট সমুদ্র পথ ও একই সাথে একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের অন্তর্ভুক্তি থাকে তাকে মিশ্র বীমা পত্র বলে। এ বীমা পত্রে যাত্রা ভিত্তিক বীমা পত্র ও সময় ভিত্তিক উভয় বীমাপত্রের সুবিধা একত্রে পাওয়া যায়। এটি উভয়ের সংমিশ্রণ বলে একে মিশ্র বীমাপত্র বলা হয়। এ ধরনের বীমাপত্র জাহাজ ও কার্গ উভয় বীমার জন্যই উপযোগী।

৪. মূল্যায়িত বীমাপত্র ঃ এ ধরনের বীমা পত্রের প্রচলন বর্তমানে সবচেয়ে বেশী। যে বীমাপত্রের বিষয়বস্তুর মূল্য পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয় তাকে মূল্যায়িত বীমা পত্র বলা হয়। পূর্ব নির্ধারিত মূল্যকে বীমাকৃত মূল্য বলা হয় এবং তা ক্ষতি পূরণের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়। এ বীমাপত্রে সামগ্রিক ক্ষতির বেলায় ক্ষতিপূরণ ঘোষিত অংকটাই প্রদান করা হয়। আর আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে দাবী নি□ত্তির নিরিখে ক্ষতির অংক নির্ধারণ করা হয়।

৫. অমূল্যায়িত বীমাপত্র ঃ এ ধরনের নৌ বীমারপত্রের বীমাকৃত মূল্য পূর্ব থেকে নির্ধারণ করা থাকে না। এক্ষেত্রে বীমাকৃত মূল্য = পণ্য দ্রব্যাদির মূল্য + ভাড়া + জাহাজ মাসুল + বীমা খরচ। পূর্ণ নির্ধারিত মুনাফা এতে যোগ করা থাকে না। এ ধরনের বীমা পত্র এখন প্রায় অচল।

৬. ভাসমান বীমাপত্র ঃ এ ধরনের বীমাপত্র নির্দিষ্ট ভূ-খন্ডে নিয়মিত পণ্য আদান প্রদানকারী পণ্য মালিক বিশেষ করে জাহাজ মালিকদের জন্য বেশী উপযোগী। যেসব জাহাজ কোম্পানীর অনেক জাহাজ আছে এবং সেগুলো সর্বদাই বিভিন্ন গতি পথে পণ্য-দ্রব্য নিয়ে চলাচল করে তারা সাধারণতঃ একবারে বড় অংকের বীমাপত্র ক্রয় করে এবং পরবর্তীতে ঝুঁকি বুঝে টাকার অংক নির্দিষ্ট করা হয়। এতে প্রত্যেক জাহাজের জন্য আলাদা আলাদা করে বীমাপত্র গ্রহণ করতে হয়।

৭. স্বার্থ বীমা পত্র ঃ বীমাপত্রের বিষয়বস্তু বা সম্পত্তিতে বীমা গ্রহীতার স্বার্থ জড়িত থাকলে তাকে স্বার্থ বীমা পত্র বলা হয়। যদিও সব বীমার জন্যই বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হয়। তথাপি নৌ বীমার শর্তানুযায়ী বিষয়বস্তুতে বীমাযোগ্য স্বার্থ যুক্ত ব্যক্তিও এর যথার্থ উল্লেখে বীমা করে থাকে।

৮. যৌগিক ঝুঁকির বীমা পত্র ঃ অনেক সময় অনেক বড় বীমার জন্য একাধিক নৌ বীমা কোম্পানীগুলো একত্রে নৌ বীমা করে থাকে। এ ধরনের বীমাকে যৌগিক বীমা পত্র বলা হয়। খুব বড় অংকের ঝুঁকির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কয়েকটি বীমা কোম্পানী মিলিতভাবে এ ধরনের বীমা পত্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে।

৯. বাজী বীমা পত্র ঃ যে বীমাপত্রে বিষয়বস্তুর এর উপর বীমা গ্রহীতার কোন বীমা যোগ্য স্বার্থ থাকে না অর্থাৎ বীমা যোগ্য স্বার্থ ব্যতিরেকেই বিষয়বস্তুর ক্ষতি পূরণ করে থাকে। যদি ও বীমা যোগ্য স্বার্থ বীমার অপরিহার্য উপাদান। কিন্তু এ ধরনের বীমায় বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকায় একে আইনের দৃষ্টিতে জুয়া খেলার ন্যায় গণ্য করা হয়। শুধুমাত্র বীমাকারীর সুনাম ও মর্যাদা রক্ষার্থেই এ ধরনের বীমা করা হয়। Policy proof of interest (PPI) এ ধরনের বীমার মধ্যে অন্যতম।

১০. যুগ্ম বীমাপত্র ঃ একই বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বীমা কোম্পানীর সাথে ভিন্ন ভিন্ন প্রিমিয়াম প্রদান করে যে বীমাপত্র গ্রহণ করা হয় তাকে যুগ্মবীমাপত্র বলে। অর্থাৎ একই বিষয়ের উপর একাধিক বীমা করা হয়। তবে এক্ষেত্রে একাধিক বীমা করা হলেও ক্ষতি হলে আনুপাতিক হারে টাকা পেয়ে থাকে। পুর টাকা আলাদা আলাদা ভাবে আদায় করতে পারে না।

১১. মুদ্রা বীমা পত্র ঃ যে বীমাপত্রের মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ করতে হয় তাকে মুদ্রা বীমা বলে। যেমন- ৫,০০,০০০০ টাকার বীমার জন্য সম পরিমাণ ডলার প্রদান করা। এরূপ বীমাপত্র গ্রহণ করে যে কোন ব্যবসায়ী বৈদেশিক মুদ্রার উঠা নামা জনিত ক্ষতির নিশ্চয়তা লাভ করতে পারে।

১২. অবরোধ বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমাপত্রের উদ্ভব আফ্রিকা মহাদেশে। সাধারণতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণ খনি এলাকায় এ ধরনের বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে। স্বর্ণ যখন গভীর তলদেশ থেকে উত্তোলন করে ভূ-পৃষ্ঠের অন্যান্য স্তর পেরিয়ে গন্তব্য স্থলে আনা হয় তখন অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। এ ধরনের ঝুঁকির জন্য অবরোধ বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

১৩. ছাউনী বীমা পত্র ঃ এ ধরনের বীমা পত্র কোন নির্দিষ্ট সময় ও এলাকার মধ্যে ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য প্রতিরোধ গ্রহণ করে থাকে। এ বীমার প্রিমিয়াম একত্রে বীমা করার সময় প্রদান করে থাকে। যদি বীমাকৃত মূল্য পন্যের মূল্য থেকে বেশী হয়। তাহলে আনুপাতিক হারে ক্ষতি পূরণ দেয়া হয়।

১৪. বন্দর ঝুঁকি বীমাপত্র ঃ এ বীমাপত্রের দ্বারা সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবস্থান কালে জাহাজ কিংবা পণ্যের কোনরূপ ক্ষতি হলে সে দায় বীমাকারী গ্রহণ করে থাকে। তবে এ ধরনের বীমাপত্র দ্বারা সমুদ্র পথে চলাচলের সময় কোন ক্ষতি হলে তার দায়িত্ব বীমাকারী গ্রহণ করে না।

১৫. নামিক বীমা পত্রঃ যে বীমাপত্র বীমার সময়, যাত্রার সময় এবং বীমাকৃত পণ্যের নাম উল্লেখ থাকে তাকে নামিক বীমা পত্র বলে।

১৬. একক বা বহু জাহাজী বীমা পত্র ঃ যে জাহাজের মালিক প্রতিটি জাহাজের জন্য পৃথক পৃথক বীমা করে তাকে একক জাহাজী বীমাপত্র বলে। পক্ষান্তরে যখন অনেকগুলো জাহাজের জন্য একটি বীমাপত্র গ্রহণ করে তাকে বহু জাহাজী নৌ বীমা বলা হয়। এতে ভাল জাহাজের সাথে দুর্বল জাহাজ গুলো একত্রে বীমা করা হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

নৌ বীমাকে প্রধানতঃ চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- জাহাজ বীমা, পণ্য বীমা, মাসুল বীমা এবং দায় বীমা।

নৌ বীমা পত্রের শ্রেণী বিভাগগুলো হলোঃ যাত্রা ভিত্তিক বীমাপত্র, সময় ভিত্তিক বীমাপত্র, মিশ্র বীমাপত্র। মূল্যায়িত বীমাপত্র, অমূল্যায়িত বীমাপত্র ভাসমান বীমাপত্র, স্বার্থ বীমাপত্র, যৌগিক ঝুঁকি বীমাপত্র, বা বীমাপত্র, যুগ্ম বীমা পত্র, মুদ্রা বীমাপত্র, অবরোধ বীমাপত্র, ছাউনী বীমাপত্র, বন্দর ঝুঁকি বীমাপত্র, নামিক বীমাপত্র, এক বা বহু জাহাজী বীমাপত্র প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন-

১. নৌ বীমাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

ক. ২ খ. ৩

গ. ৪ ঘ. ৫

২. বীমাপত্রের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ কত সাল থেকে চলে আসছে?

ক. ১৭১৭ খ. ১৭৭০

গ. ১৭৭১ ঘ. ১৭৯০

৩. সমুদ্রে যাত্রা ভিত্তিক বীমাপত্র কোন্ শ্রেণীর বীমার জন্য উপযোগী?

ক. জাহাজী বীমা খ. পণ্য বীমা

গ. মাসুল বীমা ঘ. দায় বীমা

৪. একই বিষয়ের উপর একাধিক বীমা করলে তাকে কোন্ বীমা পত্র বলে?

ক. যুগ্ম বীমা পত্র খ. স্বার্থ বীমা

গ. জাহাজী বীমাপত্র ঘ. বাজি বীমা পত্র।

নৌ বীমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলী ও নৌ বিপদ সমূহ
(Indispensable Conditions of Marine Insurance and Marine Perils)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- একটি নৌবীমা চুক্তির আবশ্যকীয় উপাদানগুলো জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার নৌ বিপদ সম্পর্কে বর্ণনা দিতে সক্ষম হবেন।

বিষয়বস্তু

নৌ বীমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলী (Indispensable Conditions of Marine Insurance) ঃ যে কোন চুক্তিই কতকগুলো শর্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। নৌ বীমার ক্ষেত্রে শর্তগুলোকে ২ ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। যথা- (১) উক্ত বা ব্যক্ত শর্তাবলী (২) অনুক্ত শর্তাবলী।

উক্ত বা ব্যক্ত অপরিহার্য শর্তাবলীঃ নৌ বীমার ক্ষেত্রে যে সকল অপরিহার্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে তাকে ব্যক্ত বা উক্ত শর্ত বলা হয়। নিম্নে নৌ বীমার ব্যক্ত শর্তগুলো বর্ণনা করা হলোঃ

১. যাত্রার নিরাপদ সময়ঃ সংশ্লিষ্ট জাহাজটি সমুদ্রে চলাচল করার জন্যে উপযুক্ত সময় ও নিরাপদ সময় কখন তা চুক্তিতে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে।

২. যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখঃ নির্দিষ্ট জাহাজটি পণ্য সামগ্রী নিয়ে কোন্ মাসের কোন্ তারিখে নির্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করবে তার উল্লেখ থাকতে হবে।

৩. রক্ষীদের সাথে রাখাঃ জাহাজটি চলার পথে কোন যুদ্ধ এলাকায় প্রবেশ করলে বা জাহাজটি কোন আক্রমণের স্বীকার হলে তা প্রতিহত করার জন্য রক্ষী দল রাখার শর্ত চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকবে।

৪. বীমাকৃত সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণাঃ যুদ্ধ চলা কালে যাত্রা শুরু করলে জাহাজে যে পণ্য সামগ্রী পরিবাহিত হচ্ছে বা বীমাকৃত হয়েছে সে সম্পদ নিরপেক্ষ সে সম্পর্কে বীমাকারী কর্তৃক প্রদত্ত একটি ঘোষণা চুক্তিপত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

উহ্য / অনুক্ত / অব্যক্ত / অপ্রকাশিত শর্তাবলী ঃ নৌবীমা চুক্তিতে এমন কতকগুলো শর্ত আছে যা পালন করা অপরিহার্য কিন্তু বীমা পত্রে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। সে ধরনের শর্তকে অপ্রকাশিত বা অনুক্ত শর্তাবলী বলা হয়।

নৌ বীমার ক্ষেত্রে যে সকল শর্ত চুক্তিতে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই অথচ অবশ্যই পালনীয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. জাহাজের সমুদ্রে চলাচল যোগ্যতাঃ এটি নৌ বীমার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য উপাদান। যাত্রার পূর্বে অথবা বিরতির পর পুনঃ যাত্রাকালে অবশ্যই জাহাজটি চলাচল যোগ্য হতে হবে। জাহাজের যোগ্যতা নির্ভর করে জাহাজের কাপ্তান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মচারী, যন্ত্রপাতি, জাহাজের গঠন, জ্বালানী, দলিলপত্রাদী, সারঞ্জাম ইত্যাদির উপর। অর্থাৎ জাহাজটি পণ্য নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাবার যোগ্যতা বা ক্ষমতা থাকতে হবে। তবে একই জাহাজ সব পথে চলার উপযুক্ত নয়। আবার সব জাহাজই একই পথে চলার উপযুক্ত নয়। এটা নির্ভর করে জাহাজের চলাচলের যোগ্যতার উপর।

২. যাত্রার বৈধতা ঃ এটার দ্বারা বীমাকৃত যাত্রা ও যাত্রা করে পথের বৈধতা বুঝায়। এর ব্যতিক্রম হলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। যেমন, শত্রু দেশে যাত্রা বৈধ হবে না।

৩. অন্যান্য অব্যক্ত শর্তাবলী

   ক. যাত্রা পরিবর্তন না করাঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ও বিনা কারণে জাহাজ পৌছানর জন্য নির্ধারিত বন্দর পাল্টানো যাবে না।

   খ. যাত্রার শুরুতে কোন বিলম্ব করা যাবে নাঃ ইচ্ছাকৃত ও অযৌক্তিক ভাবে যাত্রা শুরু করতে দেরী করা যাবে না। ইচ্ছাকৃত দেরী করার ফলে কোন ক্ষতি সাধন হলে বীমাকারী দায় মুক্তি পাবে।

গ. কোন বিচ্যুতি নয় ঃ পথে ইচ্ছাকৃত ভাবে ও প্রয়োজনে কোন বিচ্যুতি করা বা সাধারণ পথ পরিহার করে অন্য পথে চলা যাবে না। তবে জরুরী প্রয়োজনে যেমন- যুদ্ধকালীন সময়ে জাহাজ বা পণ্য বা বীমাকারীর ঝুঁকি কমাতে বিচ্যুতি ঘটালে তার জন্য বীমাকারীর দায় মুক্তি হবে না।

নৌ বিপদ সমূহ / সামুদ্রিক বিপদসমূহ (Marine Perils)

সামুদ্রিক বিপদ সমূহই হচ্ছে নৌ ঝুঁকি ও ক্ষতির কারণ। নৌ বিপদকে সামুদ্রিক বিপদও বলা হয়।

এম. এন. মিশ্রার মতে, "সামুদ্রিক বিপদসমূহ হলো- সমুদ্রে চলাচলের কারণে বা ফলশ্রুতি হিসেবে উদ্ভূত বিপদ সমূহ যেমন- সমুদ্রের বিপদ সমূহ, আগুন, যুদ্ধ, জলদস্যুতা, ডাকাতি, চুরি, গ্রেফতার, আটক, প্রতিবন্ধকতা, বিলম্ব, পণ্য-নিক্ষেপণ অন্যান্য বিপদসমূহ, এরূপ যে কোন বিপদ অথবা বীমাপত্রে বর্ণিত যে কোন বিপদ।"

এক কথায় সমুদ্র বিপদ বলতে- বাণিজ্যিক জাহাজ সমুদ্রে চলাচল কালে জাহাজ এবং পণ্য সংক্রান্ত সকল বিপদকে বুঝায়। নৌ বা সামুদ্রিক বিপদ সমূহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক বা নৈতিক বিপদ। নিম্নে উভয় প্রকার বিপদসমূহ বর্ণনা করা হলোঃ

১. প্রাকৃতিক বিপদঃ সমুদ্র পথে নৌযান চলাচলের সময় প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক কারণে সংঘটিত বিপর্যয় বা দূর্ঘটনাসমূহকে প্রাকৃতিক বিপদ বলে। যেমন- সামুদ্রিক ঝড়, সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত বা সৃষ্ট পাহাড় ও ভাসমান বরফ খন্ডে ধাক্কা লাগা, জলচ্ছ্বাস, তুশারপাত ইত্যাদি। এ গুলোর উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ নেই এবং এটা হঠাৎ করে হয়ে থাকে যা পূর্ব থেকে ধারণা করাও যায় না।

২. অপ্রাকৃতিক বা নৈতিক বিপদসমূহ ঃ প্রাকৃতিক কারণ ব্যাতিত মনুষ্যসৃষ্ট এবং অন্যবিধ কারণ সমূহ থেকে সৃষ্ট বিপদসমূহকে অনৈসঙ্গিক বা নৈতিক বিপদ বলা হয়। এ সকল বিপদ মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বা মানুষের কার্যকর্তৃক সৃষ্ট বলে একে নৈতিক বিপদ বলা হয়। নিম্নে নৈতিক বিপদ সমূহের সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

ক) জলদস্যু ঃ নৌযান সমুদ্র পথে চলাচলের সময় জলদস্যু দ্বারা আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হওয়াকে জলদস্যু থেকে সৃষ্ট বিপদ বলে। অনেক সময় যাত্রী কর্তৃক জাহাজ ছিন্তাই বা লুণ্ঠিত হয়, সেটাও জলদস্যুতা হিসেবে গণ্য হবে। প্রাচীনকালে এ ধরনের বিপদ বেশী ছিল। আধুনিক যুগে জল দস্যুতার প্রবণতা অনেক কম।

খ) ডাকাত, চোর ইত্যাদিঃ ডাকাত জলদস্যুতার মতো হলেও একটু পার্থক্য হলো ডাকাত জল স্থল উভয় স্থানেই দস্যুতা করে থাকে। চোরেরাও জাহাজে চুরি করতে পারে। তাই চুরি ডাকাতি ও সামুদ্রিক বিপদের অন্তরর্ভূক্ত।

গ) শত্রুঃ দেশের ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের শত্রু দ্বারা জাহাজ, পণ্য ও মানুষের ক্ষতি সাধন হতে পারে বিধায় এটাও সামুদ্রিক বিপদ ভুক্ত।

ঘ) যুদ্ধ জাহাজ বা রণক্ষেত্র ঃ বিভিন্ন দেশ তার ভৌগোলিক সীমা রক্ষার জন্য জল পথে যুদ্ধ জাহাজ মোতায়ন করে থাকে। এ ধরনের যুদ্ধ জাহাজের সাথে কোন কারণে সংঘর্ষ হলে দূর্ঘটনা বা বিপদ ঘটতে পারে। তাই এটিও সামুদ্রিক বিপদভুক্ত।

ঙ) যুদ্ধ কালীণ গ্রেফতার বা বলপূর্বক আটকঃ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে সমুদ্রে জাহাজ চললে শত্রু পক্ষ মনে করে গ্রেফতার ও আটক হতে পারে। তাই এটিও একটি সামুদ্রিক বিপদ।

চ) শত্রু দেশের সরকার, রাজা ও রাজপুত্র এবং জনগণ কর্তৃক প্রতিবন্ধকতা বা আটক ও বিলম্ব করণঃ শত্রু দেশের যে কেউ দ্বারা জাহাজ আটক করে গ্রেফতার ও বিলম্ব ঘটাতে পারে বা মালামালের ক্ষতি সাধন করতে পারে। তাই এ ধরনের আটক, বিলম্বিত হওয়া ও পণ্যের ক্ষতি সাধন সমুদ্র বিপদ বলে বিবেচিত।

ছ) মাষ্টার ও নৌ-কর্মচারীদের প্রতারণা ঃ অনেক সময় জাহাজের মাষ্টার ও নৌ কর্মচারীদের দ্বারা ইচ্ছাকৃত ভুল কাজ করা বা ক্ষতি সাধন করা হলে তা সমুদ্র বিপদ বলে অভিহিত করা হয়। চুরি, জাহাজে আগুন জ্বালান ও পণ্যের ক্ষতি করা এ বিপদের অন্তর্ভুক্ত।

জ) হরতাল, ধর্মঘট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, বেসামরিক আন্দোলন ইত্যাদিঃ পণ্য গুদাম থেকে জাহাজে তুলে গন্তব্য বন্দরের গুদামে পৌছান পর্যন্ত সময়ে বা স্থানে হরতাল-দাঙ্গা, বেসামরিক আন্দোলনের ফলে পণ্যের যে ক্ষতি বা জাহাজের যে ক্ষতি তাও সামুদ্রিক বিপদ বলে ধরা হবে।

ঝ) পণ্য নিক্ষেপঃ ঝড়, জলচ্ছাস বা অন্য কোন কারণে জাহাজ রক্ষার্থে অনেক সময় বাধ্য হয়ে সমুদ্রে পণ্য ফেলে দিতে হয় যাতে করে বিপদমুক্ত হওয়া যায়, একে পণ্য নিক্ষেপ বলে। তবে শর্ত হলো যে, পণ্য নিক্ষেপ অবশ্যই জাহাজকে বিপদমুক্ত করার জন্য হতে হবে। অন্য কোন কারণে হলে পণ্য নিক্ষেপ বলা যাবে না।

ঞ) অগ্নিঃ জাহাজ সমুদ্রে চলাচলের সময় কোন কারণে জাহাজে অগ্নি সংযোগ হলে জাহাজ বা মালামালের বা উভয়েরই ক্ষতি সাধন হতে পালে। এটা অগ্নি বিপদ বলে মনে করা হবে যা সমুদ্র বিপদের মধ্যে গণ্য। তবে বীমা গ্রহীতা কর্তৃক ইচ্ছাকৃত কোন অগ্নি এর অন্তরভূক্ত হবে না এবং এর জন্য বীমাকারীরও দায় বহন করতে হবে না।

ট) বিস্ফোরণ ঃ জাহাজ চলাকালে, পণ্য বোঝাইকালে বা নোঙ্গর করা অবস্থায় উপকূলীয় কোন বিস্ফোরণ হলে জাহাজ এবং অথবা পণ্য সামগ্রীর ক্ষতি হলে তাও সমুদ্র বিপদের মধ্যে পড়বে।

ঠ) অন্যান্য বিপদ সমূহ ঃ অন্যান্য সমুদ্র বিপদের মধ্যে অতিরিক্ত লবণাক্ত পানি, পোকায় কাঠকাটা, খাদ্যাভাবে পশুর মৃত্যুও সমুদ্র বিপদের অন্তর্গত। এছাড়াও তেল, তাপ ইত্যাদি কারণে ক্ষতি সাধিত হওয়াও সমুদ্র বিপদ বলে ধরা হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

নৌ বীমাচুক্তির অপরিহার্য উপাদান দু'প্রকার। যথাঃ উক্ত বা ব্যক্ত শর্ত এবং অনুক্ত বা অব্যক্ত শর্ত।

ব্যক্ত শর্তগুলো হলো যাত্রার নিরাপদ সময়, যাত্রার সুনির্দিষ্ট তারিখ, রক্ষীদের সাথে রাখা এবং বীমাকৃত সম্পদের নিরপেক্ষতা ঘোষণা।

অনুক্ত বা অপ্রকাশিত শর্ত যা লিখিত থাকে না তবে এ শর্ত অবশ্যই পালনীয়। যেমনঃ জাহাজ সমুদ্রে চলাচলের যোগ্যতা, যাত্রার বৈধতা, যাত্রার তারিখ পরিবর্তন না করা, যাত্রা শুরু করতে অযথা বিলম্ব না করা এবং কোন বিচ্যুতি না করা।

নৌ পথে চলাচলে সমুদ্রে যে বিপদের সম্মুক্ষিণ হতে হয় তাই নৌ বা সামুদ্রিক বিপদ যা প্রধানত দু'প্রকার। যথা প্রকৃতি ও লৌকিক বিপদ। প্রাকৃতিক যে বিপদ হয় তা হলো ঝড় জলচ্ছাস, ভাসমান বরফ, নিমজ্জিত পাহাড়ে ধাক্কা লাগা ইত্যাদি। অপর দিকে মানুষ কর্তৃক সৃষ্ট বিপদ হলো নৈতিক বিপদ। যেমনঃ জলদশ্যু, ডাকাত, শত্রু, গ্রেফতার, জাহাজ আক্রমণ, হরতাল ধর্মঘট ইত্যাদির কারণে পণ্য ও জাহাজের ক্ষতি ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. নৌ বীমা চুক্তির অপরিহার্য শর্তাবলী প্রধানত কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার　　খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার　　ঘ. ৫ প্রকার

২. নৌ বা সামুদ্রিক বিপদসমূহ প্রধানত কত প্রকার?

ক. ১ প্রকার　　খ. ২ প্রকার

গ. ৩ প্রকার　　ঘ. ৪ প্রকার

৩. যাত্রার নিরাপদ সময় কোন প্রকার নৌ শর্ত?

ক. ব্যক্ত　　খ. অব্যক্ত

গ. উভয়টাই　　ঘ. কোনটাই নয়।

সামুদ্রিক ক্ষতির প্রকারভেদ ও নৌদাবী আদায় পদ্ধতি (Classification of Marine Losses and Procedure for Payment of Claim for Marine Loss)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- সামুদ্রিক ক্ষতির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির বর্ণনা করতে পারবেন।
- সাধারণ আংশিক ক্ষতি ও বিশেষ আংশিক ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার ক্ষতির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- নৌ বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু ঃ

সামুদ্রিক ক্ষতি

বাণিজ্যিক জাহাজ সমুদ্রে পণ্য নিয়ে চলাচলের সময় যদি প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক যেকোন প্রকার বিপদের সম্মুখিন হয়ে পণ্য, জাহাজ বা মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয় তবে তাকে সামুদ্রিক ক্ষতি বলা হয়। এ ক্ষতি সাধারণতঃ তিনটি পক্ষ বহন করে। যথাঃ পণ্যের মালিক, জাহাজের মালিক এবং বীমাকারী প্রতিষ্ঠান। বীমাকারীর সামুদ্রিক ক্ষতি বহন করার শর্ত হলোঃ

১. বিষয় বস্তুটি বীমাকৃত, ২. দূর্ঘটনা পণ্য জাহাজীকরণ থেকে খালাস করণের সময়ের মধ্যে হবে; ৩. বিপদ এড়ানোর মত প্রকৃত পক্ষে কোন উপায় না থাকে, এবং ৪. বীমাকারীর সাথে গঠিত চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বীমা পত্রধারী কর্তৃক তা যথার্থ ভাবে পালিত হয়ে থাকলে। তবে অবশ্য দূর্ঘটনাটির সম্ভাব্য কারণ বীমা পত্রে উল্লেখ থাকতে হবে।

সামুদ্রিক ক্ষতির প্রকারভেদ ঃ সামুদ্রিক ক্ষতি সমূহকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- ১. সামগ্রিক ক্ষতি ও ২. আংশিক ক্ষতি।

সামগ্রিক ক্ষতি ঃ বীমার বিষয়বস্তু যদি সম্পূর্ণ বা সামগ্রিক ভাবে ক্ষতি গ্রস্থ বা ধ্বংশ হয় তবে তাকে সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়। যেমন- কোন জাহাজ যদি পণ্যসহ সমুদ্রে ডুবে যায় অথবা অগ্নিকাণ্ডের ফলে পণ্য সহ জাহাজটি যদি সম্পূর্ণ পুড়ে যায় তবে ইহা সামগ্রিক ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে।

সামগ্রিক ক্ষতিকে প্রকৃতি ও ধরণ অনুযায়ী দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি ও খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি। নিম্নে উভয় প্রকার সামগ্রিক ক্ষতির বর্ণনা দেওয়া হলো ঃ

ক) প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি ঃ বীমাকৃত বিষয়বস্তু যদি এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাতে করে উক্ত বিষয়বস্তুটি আর উদ্ধারও করা যায় না বা চিহ্নিতও করা যায় না তবে তাকে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলা হবে। নিম্নে প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতির কয়েকটি উদাহরণ দেয়া হলোঃ

১. যদি কোন বীমাকৃত বিষয় সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয়ে যায়। যেমন- একটি বীমাকৃত জাহাজ সম্পূর্ণ সমুদ্রে ডুবে গেল।

২. বীমাকৃত বিষয় বস্তুটি যদি এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যে বীমাকৃত বিষয় বস্তুটি সনাক্ত করাই সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিষয়টি পুর ধ্বংশ প্রাপ্ত না হলেও এমনভাবে ক্ষতি গ্রস্ত হয় যে- যে বস্তুটি বীমা করা হয়েছে তা বুঝা যায় না। যেমন- জলচ্ছাসে খাদ্য দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায় এবং মানুষের খাবারের উপযোগী থাকে না।

৩. বীমাকৃত বিষয় বস্তুটি যদি বেদখল হয়ে যায়। যেমন- জাহাজটি ধ্বংশ হলোনা কিন্তু জাহাজটি শত্রু দেশ দখল করে নিল এবং আর উদ্ধার করা হলো না। সেটা অন্যের দখলেই থেকে গেল।

৪. বীমাকৃত বিষয়বস্তুটি যদি হারিয়ে বা চুরি হয়ে যায়ঃ অনেক সময় বীমাকৃত বিষয়বস্তুটি হারিয়ে বা চুরি হয়ে যায়। এটিও প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি বলে বিবেচিত হবে।

খ) উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি ঃ বীমার বিষয়বস্তু যদি এমন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ বা ধ্বংস হয় যে তা উদ্ধার করা যায় কিন্তু উদ্ধারের খরচ বীমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্যের সমান বা বেশী হয়ে থাকে তবে তাকে উদ্ধার যোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হয়। ধরুন একটি জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে, এটা উদ্ধার করা সম্ভব তবে এতে যে খরচ হবে তা জাহাজের মূল্যের সমান বা বেশী হবে। একে উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি বলা হবে।

২. **আংশিক ক্ষতি ঃ** নৌবীমার ক্ষেত্রে বীমাকৃত বিষয়বস্তুটি যদি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তবে তাকে আংশিক ক্ষতি বলা হয়। আংশিক ক্ষতি আবার দুধরনের (ক) বিশেষ আংশিক ক্ষতি ও (খ) সাধারণ আংশিক ক্ষতি। নিম্নে উভয় ধরনের আংশিক ক্ষতির বর্ণনা দেয়া হলো ঃ

গ) বিশেষ আংশিক ক্ষতি ঃ নৌ বীমা চুক্তি আইনের ৬৪ ধারায় বলা হয়েছে যে বিশেষ আংশিক ক্ষতি হলো বীমাকৃত বিষয়বস্তুর আংশিক ক্ষতি যা সামুদ্রিক বিপদের কারণে ঘটেছে এবং যা সাধারণ আংশিক ক্ষতি নয়।

Arnold - এর মতে, বীমাকৃত বিপদ দ্বারা বিষয়বস্তুর (যেমন- জাহাজ বা জাহাজের পণ্য সামগ্রীর) কোন অংশের আকস্মিক বা দূরঘটনা বশতঃ ক্ষতি সাধন হলে তাকে বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে।"

বিশেষ আংশিক ক্ষতির জন্য নিম্ন লিখিত শর্তগুলো পূরণ হতে হবে।

১. ক্ষতির মূল কারণ সামুদ্রিক বিপদ হতে হবে।

২. বিপদ বা ক্ষতির কারণ আকস্মিক বা দুর্ঘটনা জনিত হতে হবে।

৩. এ ক্ষতি বা বিপদ অবশ্যই বীমাকৃত হতে হবে।

৪. ক্ষতি হতে হবে আকস্মিক। তবে একাধিক বীমাকৃত থাকলে তার একটির আংশিক হতে হবে। আর যদি ১টি বীমা করা থাকে তার অংশ বিশেষ ক্ষতি হতে হবে।

বিশেষ আংশিক ক্ষতিকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (i) জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি (ii) পণ্যের বিশেষ আংশিক ক্ষতি (iii) মাসুলের বিশেষ আংশিক ক্ষতি। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ আংশিক ক্ষতির বর্ণনা করা হলোঃ

(i) জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতিঃ বীমাকৃত জাহাজের যদি কোন অংশের ক্ষতি হয় তবে তাকে জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি বলে। নৌ বীমা চুক্তির ৬৯ ধারা অনুযায়ী বিশেষ আংশিক নিম্নরূপ ভাবে নিরূপণ করা হয় ঃ

১. যদি ক্ষতি গ্রস্থ জাহাজ মেরামত করা হয় তবে জাহাজ মেরামত খরচ দেয়া হবে। তবে সে খরচ বীমাকৃত মূল্যের বেশী হবে না।

২. যদি জাহাজের আংশিক মেরামত করা হয় তবে সেক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা একটি যুক্তিযুক্ত পরিমাণ টাকা ক্ষতি পূরণ হিসেবে দাবী করতে পারে। আর অমেরামতকৃত ক্ষতির জন্য যুক্তিসঙ্গত অবচয়ও দাবী করতে পারে।

(ii) পণ্যের বিশেষ আংশিক ক্ষতিঃ যদি পণ্যের অংশ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে তাকে পণ্যের আংশিক ক্ষতি বলা হয়। তবে পণ্যের বিশেষ আংশিক ক্ষতি হলে তার দাবী আদায় করার জন্য অভিজ্ঞ সার্ভেয়ার কর্তৃক সার্ভে করে ক্ষতির কারণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করতে হবে ও তা প্রকাশ করতে হবে। অমূল্যায়িত বীমাপত্রের ক্ষেত্রে প্রকৃতক্ষতি তখনই পাবে যখন বীমাকৃত মূল্য এবং পণ্যের বাজার মূল্য সমান হবে। আর বীমাকৃত মূল্য বাজার মূল্য থেকে কম হয় তবে সে অনুপাতে বেশী দাবী করতে পারে। ধরুন, পণ্যের বীমাকৃত মূল্য ৬০,০০০ টাকা, অক্ষত পণ্যের বাজার মূল্য ৫০,০০০/- টাকা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পণ্যের মূল্য ৪০,০০০ টাকা। তাহলে প্রকৃত ক্ষতি ১০,০০০/- কিন্তু বীমা হবে বেশী। কেননা বীমাকৃত মূল্য বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী। হিসাব করার পদ্ধতি নিম্নরূপ–

৫০,০০০ টাকায় ক্ষতি হয় ১০,০০০/-

$\therefore$ ১ " " " $\frac{10,000}{50,000}$

$\therefore$ ৬০,০০০ " " $\frac{10,000*60,000}{50,000}$

= ১২,০০০ টাকা।

আনুসঙ্গিক খরচ বীমা গ্রহীতা বীমাকারীর নিকট থেকে পাবে।

(iii) মাসুলের বিশেষ আংশিক ক্ষতি ঃ সমুদ্র পথে জাহাজ আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে মালের মাসুলও ক্ষতি গ্রস্ত হয়। এ ধরনের ক্ষতিই মাসুলের আংশিক ক্ষতি। সেক্ষেত্রে মাসুলের ক্ষতি ও বীমাকারীর নিকট থেকে নেয়। নৌ বীমা আইন অনুযায়ী পণ্য গন্তব্যে পৌছাবার পরই মাত্র মাসুল দাবী করতে পারে। যেক্ষেত্রে পণ্য গন্তব্যে পৌছতে না পারে সে মাসুল ও

দাবী করতে পারে না। এক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা মাসুলের বীমাপত্র ক্রয় করে থাকলে বীমাকারীর নিকট থেকে কেবলমাত্র ক্ষতির প্রকৃত অংশটুকুই দাবী করতে পারে তার বেশী নয়।

ঘ) সাধারণ আংশিক ক্ষতি ঃ সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করতে গিয়ে জাহাজ যখন বিপদগ্রস্ত হয় তখন পণ্য, মাসুল ও জাহাজ মালিক ইত্যাদি পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্তৃপক্ষের ইচ্ছানুসারে যে ক্ষতি সংঘটিত হয় তাকে সাধারণ আংশিক ক্ষতি বলে।

Birckley Vs. Presgaue নামক মামলায় সাধারণ আংশিক ক্ষতি সম্পর্কে বলা হয় যে, "সমস্ত অসাধারণ ক্ষতি যা জাহাজ ও পণ্য রক্ষার জন্য সংঘটিত হয় অথবা অর্থ ব্যয় করা হয় তা সাধারণ আংশিক ক্ষতির পর্যায়ে পড়ে এবং উক্ত ক্ষতি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট পক্ষকে আনুপাতিক হারে বহন করতে হবে।"

সাধারণ আংশিক ক্ষতির বৈশিষ্ট্য ঃ সাধারণ আংশিক ক্ষতির নিম্ন লিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে ঃ

১. অস্বাভাবিক ক্ষতিঃ ক্ষতি সাধারণতঃ অস্বাভাবিক প্রকৃতির হবে। সমুদ্রে জাহাজ চলাকালীন সাধারণ ভাবে সংঘটিত কোন ক্ষতি এর আওতায় পড়বে না।

২. ক্ষতি সামুদ্রিক বিপদ থেকেই হবে, তবে যা সাধারণ বিপদ থেকে অনেক ভয়াবহ। সমগ্র যাত্রাটি হতে হবে বিপদাপন্ন এবং প্রকৃতপক্ষেই ঘটতে হবে।

৩. ক্ষতি কোন আকস্মিক দুর্যোগের কারণে হলে হবে না।

৪. এ ধরনের ক্ষতি অবশ্যই যৌক্তিক কারণে হতে হবে।

৫. ক্ষতি সকল পক্ষের স্বার্থ রক্ষার্থে হতে হবে, কোন বিশেষ ব্যক্তি বা পক্ষের জন্য হলে হবে না।

৬. এ ক্ষতি কোন ব্যক্তি বিশেষের কারণে হবে না। সাধারণ আংশিক ক্ষতি দু'ধরনের হতে পারে। যথা- (i) পণ্য বা সম্পত্তির ক্ষতি (ii) গচ্চা বা ব্যয়।

(i) পণ্য বা সম্পত্তির ক্ষতিঃ জাহাজ রক্ষার জন্য পণ্য বা অন্য কোন সম্পদ যদি ফেলে দিতে হয় তবে তাকে পণ্য বা সম্পত্তির ক্ষতি বলা হয়।

(ii) গচ্চা ঃ জাহাজ রক্ষা করতে যদি কোন অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করতে হয় তবে তাকে গচ্চা বলে। যেমন, জাহাজ সমুদ্রে বিকল হয়ে গেল এবং তা অন্য জাহাজ দিয়ে টেনে নিতে হল তার জন্য যে খরচ হবে তাকে গচ্চা বলে।

বিশেষ আংশিক ক্ষতি ও সাধারণ আংশিক ক্ষতি ব্যতীত আরো কিছু আনুসঙ্গিক খরচ বা ক্ষতি সংশ্লিষ্ট পক্ষকে, বিশেষ করে বীমাকারীদের বহন করতে হয় যা আংশিক ক্ষতির জন্যই করা হয়ে থাকে। যেমন-

১. বিশেষ খরচাবলী ঃ বিষয়বস্তুর রক্ষা বা নিরাপত্তার জন্য বীমাগ্রহীতা বা তার প্রতিনিধি যদি কোন খরচ করে, তাকে বিশেষ খরচাবলী বলে। এ ধরনের ব্যয় অবশ্য যৌক্তিক হতে হবে ও কোন ব্যক্তির জন্য হতে পারবে না এবং জাহাজ গন্তব্য স্থলে পৌছার পূর্বেই হতে হবে।

২. রক্ষা প্রাপ্তি ব্যয় ঃ জাহাজ, পণ্য, অথবা সম্পদ উদ্ধারের জন্য যদি কেউ কোন অর্থ ব্যয় করে তবে তাকে বা তাদেরকে যে পুরস্কার দেয়া হয়, এটাই মূলত রক্ষাপ্রাপ্তি ব্যয়। তবে উত্তোলনকারী পক্ষ অবশ্যই ৩য় পক্ষ হতে হবে। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বুদ্ধিমত্তা ও উদ্যম সহকারে কার্য সম্পন্ন করতে হবে।

সামগ্রিক ক্ষতি ও আংশিক ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য ঃ সামগ্রিক ক্ষতি ও আংশিক ক্ষতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য পর্যালোচনা করলে নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়।

১. সামগ্রিক ক্ষতি বলতে বীমাকৃত বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ ভাবে ক্ষতি বা ধ্বংসকে বুঝা যায়। পক্ষান্তরে আংশিক ক্ষতি বলতে বীমাকৃত বস্তুর অংশ বিশেষ ক্ষতিকে বুঝে থাকে।

২. সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ স্বাভাবই বেশী হয়ে থাকে এবং এর দাবীর পরিমাণও বেশী হয়ে থাকে। অপর দিকে আংশিক ক্ষতির পরিমাণ কম ও অনুরূপ ভাবে দাবীর পরিমাণও কম হয়।

৩. সামগ্রিক ক্ষতি নিরূপণ অপেক্ষাকৃত কঠিন ও ব্যয় বহুল। কিন্তু আংশিক ক্ষতি নিরূপণ সহজ ও কম ব্যয় বহুল।

৪. সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বীমাকারীর উপর অপেক্ষাকৃত বেশী চাপ পড়ে, পক্ষান্তরে আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বীমাকারীর উপর কম আর্থিক চাপ পড়ে।

৫. সামগ্রিক ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতাকে অনেক আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়। অপর দিকে আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার দাবী আদায়ে কম আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়।

৬. সামগ্রিক ও আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে দাবী আদায়ে কিছু পার্থক্য আছে। যেমন- সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বিক্রয় বিল পেশ করতে হয় না, কিন্তু আংশিক দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে বিক্রয় বিল পেশ করা প্রয়োজন হয়।

সাধারণ আংশিক ক্ষতি ও বিশেষ আংশিক ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য ঃ সাধারণ আংশিক ক্ষতি ও বিশেষ আংশিক ক্ষতির মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঃ

১. সাধারণ আংশিক ক্ষতি ইচ্ছাকৃত করা হয়, আর বিশেষ আংশিক ক্ষতি আকস্মিক ভাবে ঘটে থাকে।

২. সাধারণতঃ সামুদ্রিক কোন ভয়াবহ বিপদ ও ক্ষতি থেকে সাধারণ আংশিক ক্ষতি হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে বিশেষ আংশিক ক্ষতি সাধারণ সামুদ্রিক বিপদ থেকে উৎপত্তি হয়ে থাকে।

৩. সাধারণ আংশিক ক্ষতির পরিমাণ অধিক হয়ে থাকে। বিশেষ আংশিক ক্ষতির পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণে হয়ে থাকে।

৪. স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ আংশিক বীমা দাবীর পরিমাণ বেশী হয়ে থাকে। সাধারণ বিশেষ আংশিক বমিা দাবীর পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

৫. সাধারণ আংশিক ক্ষতি কোন ব্যক্তি বা পক্ষের স্বার্থ রক্ষার জন্য হয়ে থাকে না। বিশেষ আংশিক ক্ষতি কোন ব্যক্তি বা পক্ষের স্বার্থের জন্য হয়ে থাকে।

৬. সাধারণ আংশিক দাবী আদায়ের জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয়। বিশেষ আংশিক ক্ষতির দাবী আদায়ের জন্য কম আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হয়।

৭. সাধারণ আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে পক্ষগুলোর মধ্যে ক্ষতির সমন্বয় সাধন করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিশেষ আংশিক ক্ষতির জন্য কোন সমন্বয় করার প্রয়োজন হয় না।

৮. সাধারণ আংশিক ক্ষতির জন্য যৌক্তিকতা থাকতে হবে। বিশেষ আংশিক ক্ষতির জন্য কোন যৌক্তিকতার প্রয়োজন হয় না।

নৌ বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি

নৌ বীমা ক্ষতি পূরণের বীমা। শুধুমাত্র বীমাকৃত বিষয়টি ক্ষতি গ্রস্ত হলেই বীমা গ্রহীতা ক্ষতিপূরণ পাবে। নতুবা কোন ক্ষতি পূরণ পাবে না। নৌ বীমার বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগ আছে ফলে দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে কিছুটা ভিন্নতাও পরিলক্ষিত হয়। তবে দাবী আদায়ের জন্য সাধারণভাবে যে সকল আনুষ্ঠানিকতা ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. বীমা সংক্রান্ত প্রমাণাদি উপস্থাপন ঃ বীমা দাবী পাবার জন্য প্রথমেই বীমা গ্রহীতাকে বীমাদাবীর স্বপক্ষে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র উপস্থাপন করতে হবে। কারণ বীমার দাবীর পরিমাণ নিরূপণের জন্য বীমাকৃত বিষয়বস্তুর মূল্য, প্রকৃতি, শর্তাবলী, বীমাযোগ্য স্বার্থ ইত্যাদি বিষয় বীমাকারী আমলে আনবে সে জন্যই প্রয়োজনীয় কাগজপত্র হাজির করতে হয়।

২. দাবীর বিজ্ঞপ্তি ঃ বীমাদাবী করার জন্য বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে ক্ষতির ব্যাপারে তথ্য দিয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করবে। যাতে করে বীমাকারী তার প্রতিনীধির মাধ্যমে বীমা দাবী নিরূপণ করতে পারে ও সত্যতা প্রমাণ করার সুযোগ পায়। এর সাথে বীমাকারীকে ক্ষতিগ্রস্থ জিনিস বুঝে নিতে হয়। নতুবা কোন ক্ষতি হলে বীমা গ্রহীতা দায়ী থাকে না।

৩. বীমাদাবীর জন্য প্রয়োজনীয় দলিল পত্রাদিঃ বীমা দাবী করার জন্য নিম্নলিখিত দলিলসমূহ হাজির করতে হয় ঃ

   ক. বীমা পত্র বা বীমার প্রমাণ পত্র ঃ বীমা দাবীর জন্য বীমা পত্র অথবা এ সংক্রান্ত প্রমাণ পত্র বীমা কারীর দপ্তরে হাজির করতে হয়।

   খ. চালানী রশিদ বা বহন পত্র ঃ চালানী রশিদে জাহাজে বীমাকৃত পণ্যের বিবরণী লিখা থাকে। সেজন্য বীমা দাবীর সময় মালের প্রমাণ স্বরূপ ইহা জমা দিতে হয়।

৪. চালানঃ জাহাজের পণ্য বিক্রয় তথা রপ্তানীর শর্তাবলী ও নিয়মাবলী এতে উল্লেখ থাকে এবং পণ্য দ্রব্যের পুর হিসাব ও মূল্য নিরূপণের তথ্যাদিও এ দলিলে পাওয়া যায় বলে একে চালান বলে। বীমারকারীর জন্য এটাও প্রয়োজনীয় বলে ধরা হয়।

৫. প্রতিবাদ পত্র ঃ জাহাজ ডুবে গেলে বা দূর্ঘটনার জন্য সৃষ্ট ক্ষতি পূরণ দাবী বা বীমা দাবী করার সময় কাপ্তান কর্তৃক প্রদত্ত একটি প্রতিবাদ পত্র জমা দিতে হয়। কারণ জাহাজ ও পণ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং কোন ধরনের অবহেলার জন্য এ ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেনি বলে উক্ত প্রতিবাদ পত্রে উল্লেখ থাকবে।

৬. বিক্রয় বিলঃ এ দলিলে বিক্রয় সংক্রান্ত একটি হিসেবের উল্লেখ থাকে। এর মাধ্যমে মোট পণ্য মূল্য ও বিক্রয় মূল্যের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকলে তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। তাই এ দলিলও গুরুত্বপূর্ণ।

৭. স্থলাভিষিক্ত পত্র ঃ বীমাকারী বীমা গ্রহীতার সম্পূর্ণ বীমাকৃত মূল্য পরিশোধ করার পর যদি উদ্ধারযোগ্য বা উদ্ধারকৃত ৩য় পক্ষের নিকট থেকে কোন ক্ষতি পূরণ আদায় করতে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয় সেক্ষেত্রে এটি খুব সহায় ভূমিকা পালন করে।

পাঠ-সংক্ষেপ

সামুদ্রিক ক্ষতিকে প্রধানত দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- ১. সামগ্রিক ক্ষতি ও ২. আংশিক ক্ষতি।

সামগ্রিক ক্ষতিকে আবার দু'টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- ক. প্রকৃত সামগ্রিক ক্ষতি ও ২. উদ্ধারযোগ্য সামগ্রিক ক্ষতি। আবার আংশিক ক্ষতিকেও দু'টি উপশ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা- ক. সাধারণ আংশিক ক্ষতি ও খ. বিশেষ আংশিক ক্ষতি।

সাধারণ আংশিক ক্ষতি দুই ধরনের। ক. ক্ষতি খ. গচ্চা।

বিশেষ আংশিক ক্ষতি আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথা- (i) জাহাজের বিশেষ আংশিক ক্ষতি (ii) পণ্যের বিশেষ আংশিক ক্ষতি (iii) মাসুলের বিশেষ আংশিক ক্ষতি।

এছাড়াও আনুসঙ্গিক খরচ হতে পারে। যেমন- বিশেষ খরচাবলী ও উদ্ধার সংক্রান্ত খরচাবলী।

নৌবীমা দাবী আদায়ের জন্য বীমা সংক্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন, দাবীর স্বপক্ষে বিজ্ঞপ্তি প্রদান, দাবীর জন্য প্রয়োজনীয় দলিল হাজির যেমন- বীমার প্রমাণ পত্র, চালানী রশিদ, চালান, প্রতিবাদপত্র, বিক্রয় বিল, স্থলাভিষিক্ত পত্র প্রভৃতি উপস্থাপনা করতে হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. নৌ বীমার সামুদ্রিক ক্ষতিকে প্রধানতঃ কত ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ১ খ. ২ গ. ৩ ঘ. ৪

২. নৌবীমা আইনের কত ধারা অনুযায়ী বিশেষ আংশিক ক্ষতি নিরূপণ করা হয়?
ক. ৫০ ধারা খ. ৬০ ধারা গ. ৬৯ ধারা ঘ. ৭০ ধারা

৩. বিশেষ আংশিক ক্ষতি কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

৪. নৌ বীমা দাবী আদায়ের সময় কোন দলিলটির প্রয়োজন হয় না?
ক. চালানী রশিদ খ. চালান গ. বিক্রয় বিল ঘ. উৎপাদকের করলাম।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.১ ১.খ ২. গ ৩.ক ৪.খ ৫.গ ৬.ঘ ৭.গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.২ ১.গ ২.গ ৩.ক ৪.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৩ ১.ক ২.খ ৩.ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১১.৪ ১.খ ২.গ ৩.খ ৪.ঘ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. বিভিন্ন প্রকার সামুদ্রিক ক্ষতির বর্ণনা দিন।
২. সামুদ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রগুলো উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. বিশেষ আংশিক ক্ষতির শর্তগুলো কি কি?
৪. বিশেষ আংশিক ক্ষতির উপশ্রেণীগুলো বর্ণনা করুন।
৫. সাধারণ আংশিক ক্ষতির বৈশিষ্ট্য গুলো ব্যাখ্যা করুন।
৬. সামগ্রিক ক্ষতি ও আংশিক ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য করুন।
৭. সাধারণ আংশিক ক্ষতি ও বিশেষ আংশিক ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য করুন।
৮. নৌ বীমা দাবী আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা করুন।